بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৬ কার্তিক ১৪৩৩
০১ নভেম্বর ২০২৬

বাণী

'জাতীয় যুব দিবস ২০২৬' উপলক্ষে আমি দেশের যুবসমাজকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

যুবসমাজ একটি জাতির প্রাণশক্তি, উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক। সুশৃঙ্খল, দক্ষ ও প্রতিশ্রুতিশীল যুবসমাজ দেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান এবং চব্বিশের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানসহ সকল গণতান্ত্রিক গুরুত্বপূর্ণ অর্জনে আমাদের যুবসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। যুবসমাজকে দক্ষ ও কর্মক্ষম করে গড়ে তুলতে পারলে একটি স্বনির্ভর, উন্নত ও আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত হবে। এ প্রেক্ষাপটে দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য 'দক্ষ যুব গড়বে দেশ, সবার জন্য বাংলাদেশ' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

দেশের মোট জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ যুবসমাজ, যা আমাদের প্রধান সম্ভাবনা। দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনে যুবসমাজের এই জনমিতিক সুবিধাকে (Demographic Dividend) যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। এজন্য মানসম্মত ও কর্মমুখী শিক্ষা, আধুনিক প্রযুক্তিগত দক্ষতা, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এবং টেকসই কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তরুণদের উৎপাদনশীল জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী দর্শন ও কর্মসূচির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেই ধারাকে শক্তিশালী করেন। বর্তমান সরকার সেই ধারাকে আরও সুদৃঢ় ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে অন্তর্ভুক্ত করে নানামুখী কর্মসূচি ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরও কৃষি, হস্তশিল্প, কারিগরি শিক্ষা, ফ্রিল্যান্সিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গৃহীত এসব কর্মসূচি ও উদ্যোগ যুবসমাজকে উদ্যোক্তা ও আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে অবদান রাখবে বলে আমি আশা করি।

সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে যুব সমাজের সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি দেশের যুবসমাজকে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি মাদক প্রতিরোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও সামাজিক অবক্ষয় রোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানাই।

আমি আশা করি, একটি ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক রাষ্ট্র বিনির্মাণে যুব জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত, সামাজিক সংগঠন, বিত্তবান ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিটি পরিবার সক্রিয় ভূমিকা রাখতে এগিয়ে আসবেন। যুবদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান ও সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

আমি 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৬' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর